GgGjGg e¨emvqxiv Gevi bZb dv` †c‡Z‡Q| nvievj Jla wewµi bv‡g Pj‡Q cZviYv ewYR¨| ûwÛi gva¨‡g A_ cvPv‡ii Awf‡hvMI i‡q‡Q Zv‡`i wei“‡×...

*wi‡cvU* খোন্দকার তানভীর জামিল

## হারবাল চিকিৎসা

# এমএলএম প্রতারণার নতুন ফাঁদ

ব্যাঙের ছাতা এবং জিনসেং গাছ থেকে তৈরি ভেষজ বা হারবাল ওষুধ বিক্রির নামে বাংলাদেশে এখন চলছে প্রতারণার জমজমাট ব্যবসা। চারটি কোম্পানি এই প্রতারণা বাণিজ্যে সক্রিয় রয়েছে বলে জানা গেছে। এরা হলো : গ্যানেক্স বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ, ডিএক্সএন হেলথ (বিডি) লিঃ, ডিএক্সএন ডেসান বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ এবং এমএক্সএন মডার্ন হারবাল ফুড লিমিটেড। এরা মূলত প্রতারণামূলক মাল্টি লেভেল মার্কেটিং বা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং (সংক্ষেপে এমএলএম)-এর ইউনিলেভেল পদ্ধতিতে কথিত হারবাল ওষুধ বাজারজাত করে হাতিয়ে নিচ্ছে কোটি কোটি টাকা।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, উল্লিখিত চারটি কোম্পানি সরকারের ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তরের কোনোরকম অনুমতি ছাড়াই মালয়েশিয়া এবং চীন থেকে বিভিন্ন রকমের হারবাল ওষুধ আমদানি করছে বাংলাদেশে। এগুলো আদৌ ভেষজ ওষুধ কি না তা নিয়ে যেমন প্রশ্ন রয়েছে, তেমনি প্রশ্ন রয়েছে এদের ব্যবসা করার পদ্ধতিগত বৈধতা নিয়ে। তাছাড়া এই হারবাল ওষুধ আমদানির আড়ালে বিদেশে হুন্ডির মাধ্যমে অর্থপাচার হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

### যেভাবে শুরু

ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুম থেকে তৈরি হারবাল ওষুধ প্রতারণামূলক এমএলএম পদ্ধতিতে এদেশে সর্বপ্রথম বিক্রি করে ডিএক্সএন ডেসান বাংলাদেশ প্রাঃ লিঃ। এই কোম্পানিটি গঠিত হয় ২০০২ সালের ১ আগস্ট। এটি মালয়েশিয়ার ডিএক্সএন মার্কেটিং এসডিএন, বিএইচডি এবং ডিএক্সএন ফার্মাসিটিউক্যালস এসডিএন, বিএইচডি কোম্পানির শাখা অফিস। ডিএক্সএনের অফিস নেয়া হয় মহাখালী ডিওএইচএসে। কথিত হারবাল ওষুধ মালয়েশিয়া থেকে আমদানি করা হতো। আর বিক্রির সুবিধার্থে পরিচালক হিসাবেও সামনে রাখা হয় মালয়েশিয়ার নাগরিক ম্যাডাম রোহানিকে। কয়েক মাসের মধ্যে ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠলে ডিএক্সএনের পরিচালকরা টাকা পয়সা নিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় পুলিশ ম্যাডাম রোহানির পাসপোর্ট আটক করে। এর পরপরই বেশ কয়েকজন পরিচালক ডিএক্সএন ছেড়ে চলে যান। রাতারাতি গঠিত হয় আরো দুটি কোম্পানি- গ্যানেক্স বাংলাদেশ প্রাঃ লিঃ এবং ডিএক্সএন হেলথ (বিডি) প্রাঃ লিঃ। শেষোক্ত কোম্পানির অফিস গুলশান এক নম্বরে। এর পরিচালক শেখ মোঃ আব্দুস সামাদ। ডিএক্সএন হেলথ বিডি মালয়েশিয়ার অক্সফোর্ড এশিয়া কর্তৃক মাশরুম থেকে তৈরি হারবাল ওষুধ আমদানি করে এদেশে এমএলএম পদ্ধতিতে বিক্রি করছে।

বর্তমানে ডিএক্সএন ডেসান কোম্পানির অফিস বারিধারায়। এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার। প্রতারণামূলক এমএলএম ব্যবসা এ দেশে জমজমাট করতে তথাকথিত আইটি কোম্পানি বিজনাস ডট কম যেমন মাইক্রোসফটের বিল গেটস তাদের কোম্পানির সঙ্গে জড়িত আছেন বলে দাবি করতো, ঠিক তেমনি ডিএক্সএন কর্তৃপক্ষ তাদের কোম্পানির লিগ্যাল অ্যাডভাইজার হিসাবে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদের নাম প্রচার করছে। এ ব্যাপারে জানতে ডিএক্সএন অফিসে একাধিকবার যোগাযোগ করেও এর কান্ট্রি ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত ভারতের নাগরিক কেএম রফিকের সঙ্গে কথা বলা যায়নি।

### ব্যাঙের ছাতার ভেষজ ওষুধ ও গ্যানেক্স

বর্তমানে ব্যাঙের ছাতা থেকে তৈরি করা বিভিন্ন ভেষজ ওষুধের সবচেয়ে রমরমা ব্যবসা করছে গ্যানেক্স বাংলাদেশ লিমিটেড। এটি মূলত মালয়েশিয়ার গ্যানো এক্সেল এন্টারপ্রাইজ এসডিএন, বিএইচডি কোম্পানির শাখা অফিস।

ডিএক্সএন থেকে বের হয়ে আসার পর ম্যাডাম রোহানি ২০০৩ সালের জুলাইতে এই কোম্পানি গঠন করেন। তাকে সহযোগিতা করেন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মফিকুর রহমান। তিনি গ্যানেক্সের চিফ হেলথ কনসালটেন্ট। আর তারা শ্বশুর মেজর সাইদ (অবঃ) এই কোম্পানির সিকিউরিটি ইনচার্জ। এই দুইজনের কথামতোই বিজনেস অ্যাডভাইজার হিসেবে ম্যাডাম রোহানি গ্যানেক্সের ব্যবসা পরিচালনা করে থাকেন।

তাকে সহযোগিতা করেন তামিল বংশোদ্ভূত মালয়েশিয়ার নাগরিক ও কোম্পানির ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ম্যানেজার মিঃ জে। রোহানি, জেসহ অন্যান্য বিদেশীরা ২০-২৫ দিন পরপরই বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর
১০৫-১০৬, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

নং-ডিএ/২৩-১/৮৯ (অংশ-২)/৯৬/২২৬৯ তারিখ : ০২-০৬-১৯৯৪ইং

প্রতি
মেসার্স মডার্ন ফুড প্রোডাক্টস লিঃ
৩০/১, শান্তিনগর,
ঢাকা।

আপনাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক "জিনসেং" নামক হেলথ ফুড বাংলাদেশে আমদানী ও বাজারজাত করণের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে ঔষধ নিয়ন্ত্রন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবহিত করা যাইতেছে যে, উক্ত পণ্যটি 'ঔষধ নয়'।

মোঃ আবদুল মালেক
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর

*wRb‡ms evRviRvZKi‡Yi fqv Qvocî*

ত্যাগ করে এবং সপ্তাহখানেক পর আবার ফিরে আসেন। এভাবে তারা টুরিস্ট ভিসায় পালাক্রমে বাংলাদেশে এসে গ্যানেক্সের ব্যবসা করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গুলশান-১-এর ৭৪ নম্বর ওলি সেন্টারে ৪র্থ ও ৫ম তলায় ছিল গ্যানেক্সের প্রধান কার্যালয়। প্রতারণামূলক এমএলএম পদ্ধতিতে ভেষজ ওষুধ বিক্রিতে মোটা মুনাফা করে এখন প্রধান কার্যালয় স্থানান্তর হয়েছে গুলশান-১ নম্বর গোলচত্বর-এর অদূরে হোটেল মিডটাউনের ৩টি ফ্লোরে। এর প্রথম তলায় ওষুধ বিক্রির কাউন্টার ও সেমিনার রুম। সেমিনারগুলোতে সম্ভাব্য ক্রেতাদের টার্গেট করে ব্যাঙের ছাতা থেকে তৈরি ওষুধের গুণাগুণ সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয় আর এই ওষুধগুলো এমএলএম পদ্ধতিতে বিক্রি করে রাতারাতি লাখপতি হবার স্বপ্ন দেখানো হয়। এজন্য প্রথমে ৮৫০ টাকা দিয়ে গ্যানেক্সের সদস্য হতে হয়। বিনিময়ে একটি ব্যাগ, কিছু গ্যানেক্সের বইপত্র বা পুস্তিকা এবং ৩০টি গ্যানোডারমা ও ৩০টি এক্সেলিয়াম ক্যাপসুল দেয়া হয়। এরপর সদস্যদেরকে ওষুধ বিক্রির জন্য আরো নতুন সদস্য সংগ্রহ করতে বলা হয়। আর ওই নতুন সদস্যদের থেকেও ৮৫০ টাকা নেয়া হয়ে থাকে। অসুখ না থাকলেও একইভাবে ওই সদস্যদেরকেও গছিয়ে দেয়া হয় ব্যাঙের ছাতা থেকে হারবাল পদ্ধতিতে তৈরি করা ওষুধ। একজন সদস্য যখন আরো সদস্য সংগ্রহ ও তাদের কাছে ওষুধ বিক্রি করে ৬০ হাজার পয়েন্ট অর্জনে সক্ষম হয়, তখন তাকে ডিরেক্টর বলা হয়। এভাবে সদস্য সংগ্রহ করে একজন গ্যানেক্সের সদস্য খুব সহজেই এবং অল্প সময়ে বিপুল অর্থবিত্তের মালিক হতে পারে বলে গ্যানেক্স কর্তৃপক্ষ দাবি করে থাকে।

গ্যানেক্স পুস্তিকায় ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুম থেকে তৈরি করা গ্যানোডারমা ও এক্সেলিয়াম নামের দুটি ক্যাপসুলের গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে, 'সুস্বাস্থ্যের সুসমাচার গ্যানোথেরাপি!' শীর্ষক নিবন্ধে। এতে দাবি করা হয়, আমেরিকা, কানাডা, জাপান, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এবং বাংলাদেশেও এই ওষুধ বিপণনের জন্য গ্যানো এক্সেল কোম্পানির বিশেষজ্ঞ ও বাংলাদেশী প্রতিনিধিরা পরামর্শ দিচ্ছেন। এতে আরো বলা হয়েছে, 'লাল মাশরুম থেকে আবিষ্কার করা এই বিশেষ ধরনের ফুড সাপ্লিমেন্ট তথা হারবাল ওষুধ বাংলাদেশের ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, বিএসটিআই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ অ্যাটোমিক এনার্জি কমিশন কর্তৃক পরীক্ষিত।' কিন্তু ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তরের ওষুধ তত্ত্বাবধায়ক মোজাম্মেল হোসেন সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেছেন, 'গ্যানেক্স, ডিএক্সএন, এমএক্সএনকে বিদেশ থেকে হারবাল ওষুধ আমদানি ও এ দেশে বাজারজাতকরণের জন্য কোনো অনুমতি দেয়া হয়নি।' আর ঢাবি'র পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. এম.এ. মালেক বলেছেন, 'আমাদের পরীক্ষায় এধরনের ক্যাপসুল-ট্যাবলেটে বিষাক্ত উপাদান না পেলে এবং স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টিকর প্রমাণিত হলে আমরা এগুলোকে ফুড সাপ্লিমেন্ট বলে থাকি। কিন্তু ডায়াবেটিস, প্যারালাইসিসের ওষুধ হিসাবে এগুলো কার্যকর কি না তা আমরা পরীক্ষা করে দেখিনি'।

কিন্তু গ্যানেক্স বার্তার জুলাই ২০০৫ সংখ্যার টেস্টিমোনিতে নরসিংদী জেলার জনৈক আবদুর রশিদের ছবিসহ বক্তব্য ছাপা হয়েছে। একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় প্যারালাইসিসে আক্রান্ত আবদুর রশিদ তার বন্ধু গোলাম মোস্তফার মাধ্যমে নরসিংদীর গ্যানেক্স স্টকিস্ট (ডিস্ট্রিবিউটর) মোঃ আরিফুর রহমানের সঙ্গে পরিচিত হন এবং চার মাস ধরে গ্যানোডারমা ও এক্সেলিয়াম সেবন করে এখন সুস্থ আছেন বলে বক্তব্য দিয়েছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, গ্যানেক্সের বিভিন্ন পুস্তিকা এবং গ্যানেক্স বার্তায় মাশরুম থেকে তৈরি করা বিভিন্ন ক্যাপসুল এবং ট্যাবলেটকে কখনো হারবাল ওষুধ, আবার কখনো ফুড সাপ্লিমেন্ট বলা হচ্ছে। আর এইডস ছাড়া প্রায় সব রোগের নিরাময়ের ক্ষেত্রে গ্যানেক্সের ক্যাপসুল ও ট্যাবলেট কার্যকর বলে দাবি করা হচ্ছে।

গ্যানেক্সের হারবাল ওষুধ ও ব্যবসা সম্পর্কে জানতে গত ২৭ জুলাই দুপুরে সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে এর পরিচালক ম্যাডাম রোহানীর সঙ্গে কথা বলার জন্য যোগাযোগ করা হয়। তিনি এই প্রতিবেদককে ওইদিন বিকাল ৪টায় হোটেল মিডটাউনে যেতে বলেন। সেখানে প্রায় ঘন্টাখানেক অপেক্ষার পর জনৈক পারভেজ

## 'এগুলো ফুড সাপ্লিমেন্ট, ওষুধ নয়। তাই ওষুধ পরিদপ্তরের অনুমতি নিইনি'

**ডা. শফিকুর রহমান**
চীফ হেলথ কনসালটেন্ট
গ্যানেক্স বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিমিটেড

*২০০০ : বাংলাদেশে গ্যানেক্সের সদস্য সংখ্যা কত?*

**ডা. শফিক :** প্রায় ১ লাখ।

*২০০০ : আপনারা কি ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুম থেকে তৈরি ক্যাপসুল ও ট্যাবলেট এ দেশে বিক্রির জন্য ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তরের অনুমতি নিয়েছেন?*

**ডা. শফিক :** না, নিইনি। কারণ এই ক্যাপসুল বা ট্যাবলেটগুলো ওষুধ নয়। এগুলো হচ্ছে ফুড সাপ্লিমেন্ট, মানে খাদ্য সহায়ক পণ্য। বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মোতাবেক দেয়া ওষুধ সেবনের পাশাপাশি দেহে পুষ্টির যোগানের জন্য গ্যানেক্সের ক্যাপসুল বা ট্যাবলেটগুলো খেতে হবে। মূলত মাশরুম থেকে তৈরি গ্যানেক্সের সাপ্লিমেন্টগুলো রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে' রোগ নিরাময়ে নয়। এজন্য এগুলো ফুড সাপ্লিমেন্ট।

*২০০০ : এই ফুড সাপ্লিমেন্টগুলো বাজারজাত করার ক্ষেত্রে আপনার কি বিএসটিআইয়ের অনুমোদন নিয়েছেন?*

**ডা. শফিক :** না, আমরা বিএসটিআইয়ের অনুমোদন নিইনি।

*২০০০ : কিন্তু 'গ্যানেক্স' শীর্ষক একটি পুস্তিকায় লেখা হয়েছে, আপনারা বাংলাদেশের ড্রাগ অ্যাডমিনিস্টেশন বিএসটিআই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ অ্যাটোমিক এনার্জি কমিশন কর্তৃক পরীক্ষিত- এ ব্যাপারে আপনার ব্যাখ্যা...*

**ডা. শফিক :** শুধুমাত্র ঢাবির খাদ্য পুষ্টি ইনস্টিটিউট এবং অ্যাটোমিক এনার্জিতে পরীক্ষা করা হয়েছে। তারা...

*২০০০ : তাহলে আপনারা বিএসটিআই এবং ওষুধ প্রশাসনের কথা লিখেছেন কেন?*

**ডা. শফিক :** আসলে আমাদের অনেক শত্রু আছে। মনে হয়, তারা কেউ করেছে।

*২০০০ : আমরা পুস্তিকাটি গ্যানেক্সের একজন সদস্যের কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছি। আর আপনি বলছেন, গ্যানেক্সের প্রোডাক্টগুলো ওষুধ নয়, ফুড সাপ্লিমেন্ট। তাহলে গ্যানেক্স বার্তায় বিভিন্ন রোগীর টেস্টিমোনিতে গ্যানেক্সের ওষুধ খেয়ে তারা সুস্থ হবার দাবি কেন করেছে?*

**ডা. শফিক :** আসলে... আমার মনে হয়, এগুলো সামনাসামনি আলাপ করলে ভালো হয়।

*২০০০ : আপনারা ব্যাঙের ছাতা থেকে কোন ফর্মুলায় ক্যাপসুল ও ট্যাবলেট তৈরি করেন?*

**ডা. শফিক :** হারবাল ফর্মুলায়। আর অনেক ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক আমাদের এখানে মাশরুমের ওপর গবেষণা করছেন।

*২০০০ : কিন্তু সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডাক্তার ও শিক্ষকরা বলেছেন, আমাদের এ দেশের ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় ফর্মুলায় ব্যাঙের ছাতার (মাশরুম) কোনো ব্যবহার নেই।*

**ডা. শফিক :** না, ...মানে বলছি, ওদের অনেকে আমাদের সদস্য হয়েছেন, এই আর কি!

*[ টেলিফোনে গৃহীত সাক্ষাৎকার, ২৮ জুলাই দুপুরে]*

নিজেকে গ্যানেক্সের অফিসিয়াল ফটোগ্রাফার হিসেবে পরিচয় দিয়ে বলেন, 'ম্যাডামের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। পাঁচ মিনিট পরেই তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।' কিন্তু আরো ২০ মিনিট পর কর্তব্যরত অফিস স্টাফরা জানান, ম্যাডাম রোহানী বেশ কিছুক্ষণ আগেই চলে গেছেন। আর ডা. শফিকের পরামর্শেই তিনি এ কাজ করেছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

সরেজমিন অনুসন্ধানকালে বগুড়া ও ফেনীতে একই অভিজ্ঞতা হয়েছে। একাধিকবার অফিসে গিয়ে এবং মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করেও কথা বলা যায়নি বগুড়ার গ্যানেক্স ডিস্ট্রিবিউটর আবদুল হাকিম বেগ এবং ফেনীর ডিস্ট্রিবিউটর আবুল হাসেম, শ্যামল কান্তি বসাক, দেলোয়ার এবং মোঃ ইয়াসিন মোল্লার সঙ্গে। সাংবাদিক পরিচয় দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অপর প্রান্ত থেকে মোবাইল ফোনের লাইন কেটে দেয়া হয়েছে বারবার।

### চীনের জিনসেং ও এমএক্সএন মডার্ন হারবাল

চীনের জিনসেং নামক গাছ থেকে চিরযৌবন ধরে রাখতে ও যৌবন পুনরুদ্ধারে হারবাল টনিক আবিষ্কারের দাবিদার ডা. আলমগীর মতি। তিনি এমএক্সএন মডার্ন হারবাল ফুড লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তার অফিস মগবাজার চৌরাস্তায় রাইন-রাজ্জাক প্লাজার তিন তলায়। ২০০২ সালে জিনসেং নামক ওষুধটি সম্পর্কে পত্রিকায় দেয়া বিজ্ঞাপনে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করায় তার বিরুদ্ধে ১টি মামলা দায়ের করে ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তর। এর আগে ১৯৯৪ সালে তিনি জিনসেং প্লাস নামক ওষুধটি আমদানির জন্য ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তরের কাছে আবেদন করেন। উত্তরে কোম্পানিকে জানানো হয়, "আপনাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 'জিনসেং' নামক হেলথ ফুড বাংলাদেশে আমদানি ও বাজারজাতকরণের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে ঔষধ নিয়ন্ত্রণ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবহিত করা যাইতেছে যে, উক্ত পদটি ওষুধ নয়।" ওই চিঠিতে ওষুধ প্রশাসনের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোঃ আবদুল মালেকের স্বাক্ষর রয়েছে। কিন্তু ডা. আলমগীর মতি তার 'হারবাল পদ্ধতিতে শতায়ু লাভের উপায়' শীর্ষক একটি বইয়ে ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তরের উল্লিখিত চিঠিটি সার্টিফিকেট আকারে ছেপে তার নিচে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তরের জিনসেং বাজারজাতকরণের ছাড়পত্র'।

Wvt AvjgMxi gwZi eB‡qi c"Q`

প্রকৃতপক্ষে জিনসেং বিক্রির আড়ালে ডা. মতিও একজন এমএলএম ব্যবসায়ী। গ্যানেক্সের মতোই এই কোম্পানির একজন সদস্যের অধীনে নতুন সদস্য সংগ্রহের নেটওয়ার্ক যত বেশি বিস্তৃত হবে, তিনি কমিশন বাবদ তত বেশি টাকা আয় করতে পারবেন।

ডা. আলমগীর মতি তার 'শতায়ু লাভের উপায়' বইতে ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, এইডস, যৌন রোগ, জন্ডিস, ডেঙ্গুজ্বরসহ সর্বরোগ নিরাময়ে আশাতীত সাফল্য লাভ করেছেন বলে দাবি করেছেন। এই দাবির সপক্ষে বইয়ে বেশ কয়েকজন রোগীর নাম ও রোগমুক্তির কথা উল্লেখ করা হলেও কোনো রোগীরই পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা বইটিতে দেয়া হয়নি। আলমগীর মতির সঙ্গে সাপ্তাহিক ২০০০ কথা বলার জন্য একাধিকবার যোগাযোগ করে। কিন্তু প্রতিবারই তার অফিস থেকে 'ঢাকার বাইরে', 'মিটিংয়ে' বলে জানানো হয়।

ডা. মতির এমএক্সএনের আরেকটি ওষুধ কস্তুরি। এটি মানুষের যৌনশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই কস্তুরি হচ্ছে মূলত মৃগনাভী, যা মূলত কিছু পুরুষ হরিণের জননেন্দ্রিয়তে তৈরি হয় এবং খুবই দুষ্প্রাপ্য। এ বিষয়ে সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজের প্রভাষক এবং প্রধানমন্ত্রীর ভেষজ-বিষয়ক অন্যতম উপদেষ্টা কবিরাজ নীহার রঞ্জন দত্ত বলেছেন, 'মৃগনাভী মোটেই সহজলভ্য নয়। ডা. মতি কিভাবে এতো কস্তুরি জোগাড় করে ওষুধ হিসেবে বিক্রি করছেন তা মোটেই বোধগম্য নয়।'

হারবাল ওষুধ সম্পর্কে এই কলেজের প্রভাষক কবিরাজ রঞ্জিত চক্রবর্তী, কবিরাজ নীহার রঞ্জন দত্ত, কবিরাজ স্বপন কুমার দত্তের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বাংলাদেশের ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় ফর্মুলায় ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুম এবং জিনসেং গাছের কোনো ব্যবহার নেই। আর মাশরুম ও জিনসেং দিয়ে যে হারবাল ওষুধ তৈরি করা হচ্ছে, সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়। তাদের মতে, ব্যাঙের ছাতার মতো রাতারাতি গজিয়ে ওঠা এসব হারবাল কোম্পানির বিরুদ্ধে সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

### নির্বিকার প্রশাসন

ভেষজ ওষুধের নামে প্রতারণাকারী এসব এমএলএম কোম্পানির জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে হরহামেশাই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকছেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও উপদেষ্টারা। ফলে প্রশাসনও নির্বিকার। আর এতে সাধারণ মানুষ বিশেষত ছাত্র ও বেকার যুবকরা বিভ্রান্তিতে পড়ে প্রতারণার শিকার হচ্ছে। অথচ মার্কিন সরকারের ওষুধ ও সম্পূরক খাদ্য সংক্রান্ত আইন ভঙ্গ করে সে দেশে ব্যাঙের ছাতা থেকে তৈরি গ্যানোডারমা, এক্সিলিয়াম, গ্যানো গার্সিনিয়া এবং স্যাকনো ক্যাপসুল বিক্রি করায় ইউএস ফুড এন্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফডিএ) তোপের মুখে পড়েছে গ্যানোএক্সেল ইউএসএ ইনকরপোরেটেড (দেখুন- www.fda.gov/foi/warming-letters/g 4673d.htm)। পাকিস্তানে প্রতারণার দায়ে এসব এমএলএম কোম্পানির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে সে দেশে নিষিদ্ধ হয়েছে আপন (প্রাঃ) লিমিটেড এবং জেনিয়াল হেলথ প্রোডাক্ট (প্রাঃ) লিঃ নামে দুটি হারবাল এমএলএম ওষুধ কোম্পানি। অথচ বাংলাদেশে ভেষজ ওষুধ বিক্রির নামে এমএলএম প্রতারণাকারী কোম্পানিগুলো পাচ্ছে প্রশাসনের সমর্থন।

## 'সব রোগের ওষুধ যদি এভাবে আবিষ্কৃত হতো তাহলে তো এদেশে প্লেন নামার জায়গা থাকতো না'

**ডা. খাজা নাজিম উদ্দিন**
সহযোগী অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, বারডেম

সারা বিশ্বেই এখন হারবাল চিকিৎসা জনপ্রিয়। আমি নিজেও হারবাল চিকিৎসার বিপক্ষে নই। কিন্তু আমাদের এখানে একশ্রেণীর হাতুড়ে নিজেদের ডাক্তার বলে দাবি করছে, অপচিকিৎসা করছে। 'শতায়ু লাভের উপায়' বইটি আমি দেখেছি। অনেক কিছুই বুঝতে পারিনি। এখানে যেভাবে ডায়াবেটিক রোগসহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে তার কোনোটির সঙ্গেই আমি পরিচিত নই। এখানে যা বলা হয়েছে, তার অনেক কিছুই ফার্মাকোপিয়ায় নেই। বইটিতে '১ কাপ শিম বা মটরশুঁটির খোসা ১ ইউনিট ইনসুলিনের সমান' বলা হয়েছে। কিন্তু এটার তো কোনো স্টাডি নেই। কোন গবেষণা থেকে বলা হলো জানি না। বাতজ্বরের জন্য এমএক্সএনের যে নির্দেশনা, তা ঠিক নয়। যেভাবে যৌনক্ষমতা বৃদ্ধির ওষুধ দেয়া হচ্ছে যত্রতত্র তা শুধু হৃদরোগ নয়, মৃত্যুর কারণও হতে পারে। সব ধরনের ওষুধ তারা আবিষ্কার করছে বলেছে দাবি করছে। কিন্তু বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার। কারণ এর সঙ্গে মানুষের জীবন জড়িত। আর সব রোগের ওষুধ যদি এভাবে আবিষ্কৃত হতো, তাহলে তো এদেশে প্লেন নামার জায়গা থাকতো না।